OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 181
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 174 - 181
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

দেবেশ রায়ের উপন্যাস যাপনে ‘জন্ম’ : একটি ব্যতিক্রমী বিষয়ের বয়ান

বিবেক রায়
গবেষক, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম
Email ID: Rayv5182@gmail.com
0009-0007-4048-685X

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Debesh Ray, Janma, Modernity, Marital Relationship, Infertility, Science, Body Consciousness, Psychological Conflict.

Abstract

Debesh Ray is one of the most significant novelists in the tradition of modern Bengali literature. Among his numerous novels, Janma (Birth) occupies a distinctive position for its exploration of the psychological, social, and medical dimensions of modern life. The novel is set against the backdrop of Kolkata during a period of rapid social transformation, when the traditional joint family system gradually disintegrated and gave way to an urban, individualistic, and corporate-oriented society. This transition generated a range of new crises that became integral to modern existence, and Janma is a powerful literary representation of these emerging realities.

The novel primarily examines the complexities of modern married life, centering on the desire for parenthood and the emotional, psychological, and ethical conflicts that arise from infertility. Ray vividly portrays how the question of having a child reshapes the perspectives, emotional worlds, and decision-making processes of both men and women. The novel reveals the gendered nature of these experiences, highlighting the differences in the ways husbands and wives perceive, negotiate, and respond to reproductive challenges.

A distinctive feature of Janma is its integration of modern medical science into the narrative. The novel explores scientific methods of diagnosis and treatment alongside the anxieties, uncertainties, and moral dilemmas associated with reproductive medicine. In doing so, Ray transforms the human body into a central site of literary inquiry, making Janma an important example of body-conscious fiction in Bengali literature.

Debesh Ray further developed this thematic concern in four subsequent novels that also engage with the relationship between the human body, medicine, and modernity. This study undertakes a comparative analysis of Janma and these related works to identify the continuity and evolution of Ray's literary vision. It also examines how, during the 1990s, Ray broadened the scope of his fiction by incorporating unconventional subjects and interdisciplinary concerns. Within this broader trajectory of his creative

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 181
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

development, Janma emerges as a landmark novel that redefines the representation of modernity, the body, and reproductive experience in Bengali fiction.

Discussion

ভূমিকা : 'জীবন'- শব্দটির ভেতর শুধু কোনো প্রণের ভূমিষ্ঠ হওয়ার বিবরণ থাকে না, সেখানে শারীরিক চাহিদার এক দীর্ঘ ইতিহাস থাকে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। মানুষ সভ্যতা ও সমাজমুখী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই নিয়মের কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটেছে। এসেছে অনেক অদৃশ্য নিয়মের বেড়াজাল। ফ্রয়েড কথিত 'লিবিডো'-র সংজ্ঞা সেখানে এসে ভেঙে যায়। ভেঙে যায় চাওয়া-পাওয়া, কামনা-কাতরতার বিবরণ। এভাবেই সমাজ ও সভ্যতা বহমান। কিন্তু কামনার এই গণ্ডীর চক্রব্যুহে, বাসনার এই বদ্ধভূমিতে মানুষের নিজেকে আটকে রাখা কোনো কোনো সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। মানুষ বেরিয়ে আসতে চায়। প্রকৃতির টানে, প্রবৃত্তির তাড়নায়। ফ্রয়েড এই বিষয়টিকেই তাঁর মনোবিজ্ঞানের 'অদস্'-এর আলোচনায় বলেছেন -

> "অদস্-এর মধ্যে মূল্যবোধ বা ভালমন্দ বলে কোন জিনিস নাই। অদস্ নীতি বোঝে না। অদস্-এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো সুখভোগ। এই সুখনীতির (Pleasure Principle) দ্বারা অদস্-এর সমস্ত ক্রিয়াকর্ম পরিচালিত হয়। এই সুখের কেন্দ্র হলো দেহ।"[১]

দেবেশ রায় যখন তাঁর শরীর সচেতনতামূলক উপন্যাসগুলি লিখছেন, ততদিনে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব বিশ্বজনীন স্বীকৃত সত্য। এই নিয়ে দেশ-বিদেশে অনেক লেখা হয়ে গেছে। বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে প্রতিষ্ঠিত এই চেতনা সমরেশ বসুর 'বিবর'-এ এসে বিস্তৃত পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু তার পরেও দেবেশ রায়ের এই উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যে নতুন সংযোজন করে। তার কারণ প্রধানত তিনটি।

প্রথমত - দেবেশ রায় শরীরবৃত্তিয় চেতনাকে মানসিক ও মানবিক সংকটের বিষয় করলেন।

দ্বিতীয়ত - শরীরের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক নারীর মননের বিষয়টি যোগ হল। যোগ হল শরীর সম্বন্ধীয় সচেতনতা।

তৃতীয়ত - বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দেখানো হল শরীরের নতুন রূপায়ণ। এই তিনটি ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে দেবেশ রায় মোট পাঁচটি উপন্যাস লিখলেন। সেগুলি হল - ১. 'লগন গান্ধার', ২. 'জন্ম', ৩. 'ব্যক্তিগত ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ নিয়ে একটি উপন্যাস', ৪. 'অতল তলের জলে', ৫. 'আঙিনা'। উপন্যাসগুলি 'শরীরের সর্বস্বতা' নামক সংকলনে স্থান পেয়েছে। এই বিষয়ে দেবেশ রায় লিখেছেন -

> "শরীরকে আমার মনীষা ও বিজ্ঞানের কাছে স্থির নিশ্চয়তায় বন্ধক দিয়েছি। খুব দূরবর্তী মনে হয়না সেই দিন, বা ইতিমধ্যে হয়তো এসেই গেছে, যখন সর্বোত্তোম ও প্রাচীনতম দ্বিযৌনতা ও জননক্রিয়ার অসীম উল্লাস চিহ্নিত হয়ে যাবে উভয়ত স্বমৈথুন বলে ও যে-শরীর আমাদের সর্বস্ব, তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে যাবে এক অনাবিষ্কৃত নিষেধে।"[২]

অর্থাৎ, দেবেশ রায়ের কাছে যৌনতা কোনো সামাজিক ট্যাবু নয়, সমাজ ভাঙনের পথ ধরে আসা একটি নির্দিষ্ট পরিণাম, যা সময়ের বাঁকে বাঁকে নতুনভাবে প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশ ও তার উদ্দামতাকে তিনি ধরেছেন মধ্যবিত্ত মানসিক দ্বন্দ্ব ও আধুনিক জীবনযাত্রার প্রত্যয় রূপে। বস্তুত, তিনি যে প্রকাশভঙ্গীর গভীরতাকে ছুঁতে চান তার নির্দিষ্ট একটি মানসিক ও শারীরিক পরিণতি আছে। সেই পরিণতি উপলব্ধির, সেই পরিণতি অস্তিত্বের, সেই পরিণতি আত্ম আবিষ্কারের।

এই চেতনার ভেতর দাঁড়িয়ে 'জন্ম' নামক উপন্যাসটি দেবেশ রায়ের একটি অনন্য আখ্যান। 'আজকাল শারদীয়'-তে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশ পায়। গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের বইমেলায়। এই উপন্যাসটি শারীরবৃত্তিয় চাহিদার মধ্যে ডুবে থাকা মনস্তাত্ত্বিক একটি আখ্যান। প্রযুক্তিগত আধুনিক চিকিৎসা সমাজজীবনে আসার ফলে শুধু জীবনযাত্রার মানই নয়, তা আঘাত হেনেছে মানুষের মননের ভেতরেও। এর ফলে বদলে গেছে বেঁচে থকার সামাজিক পদ্ধতিগুলি, বদলে গেছে সম্পর্কের টানাপোড়েন। 'জন্ম' উপন্যাসটি আমাদের সেই কথাই বলে। এই উপন্যাসটি আমাদের সামনে কয়েকটি অমোঘ প্রশ্ন নিয়ে আসে পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব নিয়ে। পিতৃত্বের অধিকার কি শুধু বীর্যগত? মাতৃত্বের উপর, সর্বোপরি একজন নারীর নিজের শরীরের উপর অধিকার কতখানি? প্রযুক্তি দিয়ে কোনো সমাধান কি সত্যিই সম্ভব? দেবেশ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 181
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রায় যখন 'জন্ম' লিখছিলেন তখনকার ভারতীয় সমাজজীবনে এই প্রশ্নগুলি অবান্তর ছিল। সেই অবান্তরতা পরবর্তী কয়েক দশকের সমাজে সত্য হয়ে উঠল।

'জন্ম' উপন্যাসে দাম্পত্যের টানাপোড়েন : প্রথম পর্ব— উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায় নৈমিষ ও কুচি নামক চরিত্রের শহর কলকাতার মধ্যবিত্ত দাম্পত্য। দেখা যায় তাদের বিয়ের দশ বছর হয়ে গেছে। সুখে শান্তিতে চলছিল তাদের দাম্পত্য। কিন্তু বিয়ের দশ বছর পরও কুচির শরীরে সন্তান আসার কোনো সম্ভাবনা তৈরি হয়নি। 'জন্ম' উপন্যাসের এই আখ্যান শুরু হয় কুচি ও নৈমিষের সন্তান পাওয়ার বাসনা দিয়ে। কুচি ও নৈমিষের জীবনে কোনো শারীরিক চাহিদার অভাব নেই, কিন্তু একটি সন্তানের বাসনায় তাদের জীবনে সংকট নেমে আসে। অবশেষে তারা সাহায্য নেয় শহরের বুকে আসা সদ্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতির। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা যায় কুচির শারীরিক কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু নৈমিষের আছে। নৈমিষের বীর্যে কোনোদিনও সন্তান উৎপাদন সম্ভব নয়। নৈমিষের 'জেনারেল হরমোন ডিফিসিয়েন্সি' আছে, হরমোনগুলোর মধ্যে সংযোগের অভাব আছে এবং 'টেস্টোস্টেরন' কম আছে। অর্থাৎ নৈমিষ বাবা হতে পারবে না। অন্তত, নিজের বীর্যে তো নয়ই। এই পর্যায়ে এসে উপন্যাস তিনটি স্পষ্ট শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রথমত, নৈমিষের অক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও পিতৃত্বের দিক। দ্বিতীয়ত, কুচির মাতৃত্বের আগ্রহ ও নারীত্বের দিক। তৃতীয়ত, সামাজিক বাস্তবতার দিক। এই তিনটি ভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক দিককে মিলিয়ে দিয়ে দেবেশ রায় 'জন্ম' উপন্যাসের অভিনবত্ব রচনা করেছেন।

প্রথমে আসা যাক নৈমিষের দিকে। ডাক্তারের রিপোর্ট পাওয়ার পরই পিতৃতান্ত্রিক অবসাদবোধ ও বৈজ্ঞানিক গ্লানিবোধে ভরে যায় নৈমিষের জীবন। নিজের চোখে নৈমিষ অসুস্থ ও অক্ষম হয়ে ওঠে। তার ভাবনা জগত জুড়ে নেমে আসে যাবতীয় পিতৃতান্ত্রিক ট্যাবু। নিজের অস্তিত্বকে সে কোনোক্রমে অস্বীকার করে উত্তরণের পথ খোঁজে। যে কোনো মূল্যে সে ডাক্তারের রিপোর্টগুলিকে অস্বীকার করতে চায়। নিজের 'পৌরুষ' নামক অস্তিত্বকে কোনোভাবেই সে প্রশ্নের মুখোমুখি আনতে চায় না। তাই ডাক্তারকে সে এক সময় প্রশ্ন করে বসে –

> "ল্যাবরেটরির পরীক্ষায় ভুল হয় না?"[৩]

অন্যদিকে কুচির কাছে মাতৃত্বের আবেগ এসবের চেয়ে অনেক বড়। একবার হলেও সে নিতে চায় মাতৃত্বের স্বাদ। সে তার স্বামীর গ্লানিবোধের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে করে। কিন্তু শারীরিক চাহিদার বাইরে যে জীবনের একটি মূল্য আছে সেটাকে কুচি কোনোক্রমে মেরে ফেলতে চায় না। তাই ডাক্তারের প্রতি তার বিনম্র আবেদন একটা প্রার্থনার মতো শোনায় –

> "কিন্তু ডাক্তারবাবু আমারা ত এসেছিলাম আমাদের বাচ্চা না-হওয়ার চিকিৎসার জন্যে। ... আমাদের বাচ্চা হওয়ার কী হবে।"[৪]

কুচি একজন সাধারণ বাঙালি মেয়ে। সে জানতে চায় না বিজ্ঞান কী। তার কাছে স্বামীহীন জীবন অলীক একটি কল্পনা। সে বাঁচতে চায় আর দশটা সাধারণ মেয়ের মতো করেই। তার ব্যক্তিসত্তার কাছে জীবনের নির্দিষ্ট মূল্যবোধ সে ভাঙতে চায় না। তাই ডাক্তার যখন বলে অন্য কারও বীর্যে তার সন্তান উৎপাদন সম্ভব, তখন সে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কেননা কুচি চায় তার স্বামীর বীর্যেই ভরে উঠুক তার জঠর। আসলে কুচি ও নৈমিষের দিক থেকে দাম্পত্যের মধ্যে যে ভালবাসা থাকা দরকার তা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান।

দেবেশ রায় আমাদের কোনো উত্তর দেননি এই পর্বে। শুধু মধ্যবিত্ত সমাজজীবনের মানসিক চিত্রের রূপায়ণ করেছেন। কুচি ও নৈমিষের জীবনের এই যাত্রায় একটি মানসিক টানাপোড়েনের বিষয় দেখা যায়। পরিস্থিতি ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তাদেরকে দুটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো করে দুদিকে ফেলে দেয়। একজনের সন্তান বাসনা ও অন্যজনের পৌরুষগত লজ্জা। নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে দুজনেই বদ্ধপরিকর। চেতনা তাদের দ্বিধাগ্রস্ত, মনন তাদের ভালবাসা কাতর।

'জন্ম' উপন্যাসে দাম্পত্যের টানাপোড়েন : দ্বিতীয় পর্ব— এই উপন্যাসের যে সমাজের চিত্র আছে তা বিশ্বায়িত শহর কলকাতার একান্নবর্তী জীবন ভেঙে একাকী জীবন হয়ে যাওয়ার চিত্র। তাই উপন্যাসের মধ্যে পারিবারিক ও সমাজিক দিক

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 181
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

থেকে নৈমিষ ও কুচির এই দাম্পত্যকে দেখানো হয়নি। এখানে নেই কোনো সামাজিক টানাপোড়েন। লেখক উপন্যাসটিকে বাহ্য জগতের গণ্ডী থেকে বের করে মনস্তাত্ত্বিক নতুন পরিণতি দিতে চেয়েছেন। সেই পরিণতি আধুনিক মননের পরিণতি। তাই কুচি ও নৈমিষের পরবর্তী সম্পর্কের টানাপোড়েনগুলি উপন্যাসকে আরও জটিল করে তোলে।

ডক্তার দেখার পরবর্তী জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাম্পত্যগুলো আহত হতে থাকে তাদের কাছে। বাঁচার জন্য তারা আশ্রয় নেয় দৈনন্দিন জীবনের প্রাত্যহিকতায়। কিন্তু সেখানেও তৃতীয় কিছুর অদৃশ্য উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কখনও বাজার করতে গিয়ে, কখনও টিভি দেখতে গিয়ে, কখনও গান শুনতে গিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে সেখানে সন্তান প্রসঙ্গ এসে যায়। নৈমিষ ও কুচি এড়াতে পারে না তা। কুচি আবশ্যিকভাবে চায় তার সন্তান আসুক। কিন্তু নৈমিষ অনিবার্যভাবে জবাব দেয় –

> "আমার যা বলার তা ব্লাড পরীক্ষার রিপোর্টই বলে দিয়েছে, আর ডাক্তারবাবুও তো বলে দিলেন, আমাকে নিয়ে কিছু করার নেই, যা কিছু তা তোমাকে নিয়ে করার।"[৫]

এই অবস্থায় এসে কুচি বুঝতে পারে না যে তার কী করণীয়। সে তার প্রাত্যহিকতা দিয়ে মিটিয়ে নেয় জীবনের যাবতীয় বেদনা বিলাপকে। ভালবাসা নামক গণ্ডীর ভেতর আটকে থেকে সে নিজেকে নিয়ে প্রশ্ন করে। অথবা সে প্রশ্ন করে অভ্যাস নামক গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকে। তার এমন হবার কারণ কী? এই পরিস্থিতির থেকে মুক্তি জীবনকে আদতে কতটা জটিল করে তুলবে?

নৈমিষের পিতৃতান্ত্রিক মন অবশ্য এই সময়ে এসে অন্য কথা বলে। সে বুঝতে পারে না তার ভুল কোথায়। একথা ঠিক যে, উনিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে বিজ্ঞান অত্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল চিকিৎসার দিক থেকে। অন্তত সমাজের দিক থেকে তাকালে তো সেখানে স্পষ্ট একটা নিরক্ষরতা ধরা পড়ে। উপন্যাসে সেই নিরক্ষরতারই ফসল নৈমিষ। সে তার সন্তান উৎপাদনের অক্ষমতাকে যৌনতা ঘটিত অক্ষমতা বলে ভুল করে। তার মানসিক দিক থেকে এই বিষয়টি তাকে একেবারে ভেঙে ফেলে। নৈমিষের মানসিক এই অবসাদের চারটি ভিন্ন স্তর আছে। প্রথমে আকাঙ্ক্ষা, তারপর সন্তানের আশা, তারপর হতাশা এবং শেষে পৌরুষে গিয়ে আঘাত।

কুচির ক্ষেত্রে অবশ্য সেকথা বলা যায় না। কারণ কুচিরও এই পর্বে এসে দুটো স্পষ্ট রূপ আমরা দেখতে পাই একটি নিজের সঙ্গে নিজে এবং অন্যটি নৈমিষের সঙ্গে প্রাত্যহিকতায়। কুচি নিজেকে ও তার পরিপার্শ্বকে নিয়ে সংশয়গ্রস্ত। যেকোনো মূল্যেই সে নৈমিষকে বোঝাতে চায় উন্নত থেকে উন্নততর চিকিৎসার যাত্রাপথ। কুচির এই সময়ের সংশয় থেকেই উপন্যাসের কাহিনি যৌনতার দিকে মোড় নেয়। জন্ম নেয় বিচ্ছেদ ভাবনা, অস্তিত্বের সংকট –

> "ইচ্ছায় মানুষ বাঁচে না, প্রবৃত্তিতে মানুষ বাঁচে না, আসক্তিতে মানুষ বাঁচে না। মানুষ মরতে জানে না বলে বেঁচে থাকে।"[৬]

এই উপন্যাসে জন্ম বলতে মূলত কুচি ও নৈমিষের এই হতাশাপূর্ণ জীবনের আগমনকেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসে জীবনের মূল মানসিক টানাপোড়েন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কুচির হাত ধরেই। কুচি জানে তার জীবনের সীমাবদ্ধতাগুলি। তাই নৈমিষের এই নিজেকে নিয়ে আত্মগ্লানিগুলিকে তার এক সময় অস্বস্তিকর মনে হয়। একটা সময় পর সেই অস্বস্তি মানসিক দূরত্বের পর্যায়ে চলে যায়। জঠর ও জীবনের টানাপোড়েনের মধ্যে সে একটা সময় উপলব্ধি করে নিজের শরীরের অস্তিত্বকে।

'জন্ম' উপন্যাসে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি : 'জন্ম' উপন্যাসটিতে একটি দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে। উপন্যাসটি যখন লিখিত হয়েছে তখন সদ্য আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি ভারতে এসেছে। ততদিনে ইউরোপীয় সমাজে এই পদ্ধতি অনেকটাই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ভারতীয় সমাজ এই পদ্ধতির জন্য ততটা প্রস্তুত ছিল না। কেননা বিশ্বায়নের একটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব ভারতীয় জনজীবনে পড়লেও প্রাচীনকাল থেকে আগত ভারতীয় আচার, সংস্কারের পদ্ধতিগুলো তার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। আর এই বিজ্ঞান ও সংস্কারের সঙ্গে দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উপন্যাসের মূল কাঠামো। এই উপন্যাসের কেন্দ্রে অবস্থান করে কুচি ও নৈমিষের দাম্পত্যের টানাপোড়েন, কিন্তু এর পরিধী জুড়ে বিরাজ করে বিজ্ঞানের তত্ত্বগত ভিত্তিগুলি। দেবেশ রায় এই উপন্যাসগুলির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন –

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 181
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "গবেষক, বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার প্রত্যাখ্যানের নাটকীয়তা, লোডশেডিং বিধ্বস্ত কলকাতায় তরল নাইট্রোজনের শৈত্যরক্ষা সম্পর্কে প্রকাশ্যে সন্দেহ, বিজ্ঞানকে বুজরুকি-রটনা বৈজ্ঞানিকের আত্মহত্যা, সেই ঘটনা নিয়ে সিনেমা তৈরি, নভেল লেখা। আর এই সব কিছুর ভিত্তি হল - গর্ভধান সম্পর্কে বিপুল অজ্ঞানতা। তা ছাড়া শরীরের ব্যাধির লক্ষণ বিচার করেন যাঁরা তাঁরাই হয়ে পড়লেন শরীর – রসয়ন - বিজ্ঞানের বিশেষক। কয়েক বছরের মধ্যে গর্ভধান আমাদের সমাজের স্বীকৃত একটি বিষয় হয়ে গেল অথচ সে-তুলনায় বংশরক্ষা, রক্তরক্ষা, কৌলীন্য রক্ষার সংস্কার-আচ্ছন্ন প্রাচীনতা তো ঘুচলই না, বরং যোগ হইয়ে গেল নারী-পুরুষের জননক্ষমতা ও পুনুরুৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে এক খিচুড়ি-ধারণা। ভাবতে মজা লাগে- এই সব কথা আমি জেনেছি ও লিখতে পারছি এখন, 'জন্ম' ও 'আঙিনা' লেখার সময় জানতাম না।"[৭]

এই উপন্যাসে তাই বিজ্ঞানের বিশেষ ভিত্তি রয়েছে। দেবেশ রায় বরাবরই নারী ও পুরুষের সমতায় বিশ্বাসী। এই সমতাই 'জন্ম' উপন্যাসের মূল বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। উপন্যাসের মধ্যে শহর কলকাতার কিছু নামি হাসপাতাল ও সদ্য গজিয়ে ওঠা কিছু ল্যাবরেটরির উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে দেবেশ রায় উপন্যাসে বিজ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়ে দুটি ভিন্ন ধাপের কথা বলেছেন। উচ্চ স্তরে রয়েছে বড় বড় চিকিৎসক শ্রেণি ও নিচের ধাপে রয়েছে সাধারণ শ্রমিক শ্রেণি। চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনো মধ্যস্তর নেই। অন্যদিকে উপন্যাসে রয়েছে চিকিৎসাকেন্দ্রিক বিভিন্ন টেকনিকাল শব্দ। অবশ্য সেগুলি উপন্যাসের ক্ষেত্রে সামান্য পরিমানে আছে এবং পাঠককেও এর ফলে কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। তবে উপন্যাসে একটা অংশ জুড়ে রয়েছে ডাক্তার ও চিকিৎসা সংক্রান্ত সাইকোলজি। এবার সেদিকে আলোকপাত করা যাক।

নৈমিষ ও কুচি দীর্ঘদিন ধরে তাদের চিকিৎসা করাচ্ছে। কেননা তারা বিজ্ঞানের অন্তিম সত্যতাকে তখনও সেভাবে মানতে পারেনি। এমনকি কুচি বার বার আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য নৈমিষকে বাইরে যাবার কথা বলে। এমতাবস্থায় এসে গল্পের কাহিনি মনস্তাত্ত্বিক দিকে মোড় নেয়। দেখা যায় ডাক্তারের সাথে কথপোকথনের মধ্যে নৈমিষ ও কুচির ভিন্ন একটি দিক। অসুখের সংজ্ঞা এখানে এসে বদলে যায়। নৈমিষ ভাবে নিত্যদিনের প্রাত্যহিকতায় সে আর দশটা সাধারণ মানুষের মতোই। সে বাইক চালাতে পারে, প্রাত্যহিক কাজ করতে পারে সাধারণ মানুষের মতোই। নৈমিষের এই ধারণা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ। তাই তখন বাধ্য হয়ে ডাক্তারই বলে ওঠে –

> "আপনার হাড়ের গঠন, স্কেলিটাল স্ট্রাকচার ভাল, আপনার মাসল স্ট্রাকচারও ত বেশ ভাল। কিন্তু তার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলোকে আমরা বলি ডেফিসিয়েন্ট হর্মোনাল স্ট্রাকচার।"[৮]

আমাদের সমাজে, বিশেষত পিতৃতান্ত্রিক সমাজের যে নৈতিকতা তাকে ভেঙে ভেঙে দেখার ক্ষমতা সমাজে আসেনি। অন্যদিকে সদ্য আগত আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শব্দের সাথে অপরিচিত নৈমিষের এই বিষয়টি মেনে নিতে খুবই সমস্যা হয়। তাই এই উপন্যাসে এক দীর্ঘ সময় ধরে চলে ডাক্তারের সঙ্গে এই সব আলোচনা। কুচি ও নৈমিষ বার বার ভুল করে বসছিল। তারা তাদের বাহ্য জীবন দিয়ে দেখতে চাচ্ছিল শরীরের অন্তর্গত কোশ ও কণিকাগুলিকে। এই পর্বে এসেই নৈমিষের পিতৃতান্ত্রিক মানসিক চিন্তা ভেঙে যায়। বিয়ের কয়েক বছর ধরে কুচি অনেক পিল খেয়েছে। নৈমিষ ভাবে এই পিলের কারণেই সন্তান নিতে এত সমস্যা হচ্ছে। অবশেষে বোঝা যায় যখন আসল কারণ তখন নৈমিষ ডাক্তারের সঙ্গে বচসার পর্যায়ে চলে যায় এবং কুচি চলে যায় মধ্যবিত্ত টিপিক্যাল রমণি সুলভ মনোভাবে।

'জন্ম' উপন্যাসের প্রতিফলিত সমাজ : 'জন্ম' উপন্যাসে সমাজের চিত্র নেই। পরিবারের চিত্র নেই। কিন্তু যেটুকু আছে তা হল আধুনিক জীবনচিত্র। দেবেশ রায়ের 'জন্ম' পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলি মূলত শহুরে মধ্যবিত্ত ও গ্রামীণ নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের রূপায়ণ। এই দুই বোধ থেকে দেবেশ রায় উপন্যাসের জীবনকে নতুন একটি মাত্রা দিতে চেয়েছেন। সেটি হল বিশ্বায়ন কবলিত পৃথিবীর কর্পোরেট নির্ভর জীবন। এর ফলে তাঁর উপন্যাসে নতুন করে পরীক্ষার প্রয়োজন পড়ে। 'জন্ম' উপন্যাসে তিনি সেই পরীক্ষাই করেছেন। তাঁর পরবর্তী উপন্যাসের সমাজচিত্রে কর্পোরেট নির্ভর সমাজের অভিঘাত নতুন একটি মাত্রা লাভ করেছে। 'চেতাকে নিয়ে চীবর' কিংবা 'কর্পোরেট'-এর মতো উপন্যাস তারই প্রমাণ।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 181
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'জন্ম' উপন্যাসে বাহ্য জীবনের যে চিত্র আছে, তা পরিবর্তিত কলকাতার চিত্র। যানবাহনের দিক থেকে সেখানে মোটরসাইকেল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নৈমিষের কাছে এই মোটরসাইকেল সন্তানসম। এমনকি উপন্যাসে এক স্থানে বলা হয়েছে যে, তারা বাইক নিয়েই ঘুমায়। এই বাইক থেকেই দেখা যায় পুলিশের আইন ভাঙনের ফলে চালান নামক বিষয়। এই উপন্যাসে দেখা যায় কীভাবে মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানী সমাজে ঢোকে এবং সেখান থেকেই সমাজ দুটো স্পষ্ট শ্রেণিতে বিভক্ত হয়। একটি মালিক শ্রেণি ও অন্যটি সাধারণ কর্মরত মানুষের শ্রেণি। উপন্যাসের মধ্যে সেল্‌স ম্যানেজারের প্রসঙ্গ দেখা যায়। দেখা যায় বোনাস ও অ্যাডভানসের ধারণা। নৈমিষের বাইক কেনার মধ্য দিয়ে লেখক সুচারুভাবে কর্পোরেট জীবন ও দেখনদারির জীবনকে পাশাপাশি রেখে কর্পোরেট জীবনকে উপস্থাপন করলেন। পাশাপাশি উপন্যাসের মধ্যে সিনেমা দেখার মতো আধুনিক জীবনের প্রসঙ্গ এসে যায়। দেখা যায় ব্যক্তিকেন্দ্রীক জীবনের আমূল ছায়াপাত। 'জন্ম' উপন্যাসের কুচি ও নৈমিষ সেই জীবনেরই প্রতিফলন।

শরীর সচেতনতামূলক উপন্যাস হিসেবে 'জন্ম' : দেবেশ রায়ের দীর্ঘ উপন্যাস জীবনে বিষয় ও বাচনে বার বার রকমফের ঘটেছে। 'জন্ম' উপন্যাস সেরকমই একটি আখ্যান। এই ধারায় তিনি আরও চারটি উপন্যাস লিখেছেন, ভূমিকাংশে সেই উপন্যাসগুলির নামোল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'জন্ম' উপন্যাসটির একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। কেননা এই উপন্যাসের মধ্য দিয়েই তিনি নতুন একটি উপন্যাস ধারায় প্রবেশ করেছেন। সর্বোপরি, এই উপন্যাসের নিজস্ব একটি ভাষা রয়েছে, যা তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে গিয়ে কিছুটা বদলে গিয়েছে। দেবেশ রায়ের এই পাঁচটি উপন্যাস একটা নির্দিষ্ট বৃত্তের মতো, যাদের বলয়গুলি পরস্পরকে আকড়ে ধরে বৃত্তকে পূর্ণতা দিয়েছে।

প্রথমে আসা যাক 'লগন গান্ধার' উপন্যাসের কথায়। উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায় অকাল বৈধব্য সুরঞ্জনা তার থেকে বছর ১৪ ছোটো আলোকময় নামক যুবকের প্রেমে পড়ে। সেই প্রেমের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার দুই সন্তান, পরিবার ও সমাজ। কিন্তু একটা সময় পর সুরঞ্জনা লোকলজ্জার ভয়ের বাইরে গিয়ে রিপু ও প্রবৃত্তির তাড়নায় জেগে ওঠে। বছর ১৪ ছোটো আলোকময় তখন তার কাছে হয়ে ওঠে প্রেমিক পুরুষ। প্রেমিক শুধু শারীরিক দিক থেকে নয়, মানসিক জীবনের আশ্রয়কারী হিসেবেও উঠে আসে এই উপন্যাসে। দেবেশ রায় উপন্যাসটিকে নর-নারীর প্রেমের চিত্র, যৌন চাহিদার আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয় দিয়ে সাজিয়েছে। কিন্তু এই উপন্যাসের অন্তর্বয়ান ঠিক হয় একজন নারী মানসিক টানাপোড়েন ও প্রবৃত্তিক চাহিদা দিয়ে।

'আঙিনা' উপন্যাসে এসে সেই বোধ অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। এই উপন্যাস পর পর কয়েকটি ঘটনা প্রবাহের চ্যালেঞ্জ। দীর্ঘদিন কোমাটাজে থেকে কী করে প্রেগনেন্ট হল, সেটা প্রথম চ্যালেঞ্জ। পরিবার ও সমাজ মেনে নেবে কীভাবে, দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ। বাচ্চাটিকে কী করে রক্ষা করা যাবে, তৃতীয় চ্যালেঞ্জ। দেবেশ রায় আমাদের এই উত্তরগুলি দিয়েছেন উপন্যাসে। এই উপন্যাসে চিকিৎসাক্ষেত্রের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। দেবেশ রায় আদ্যোপান্ত বিজ্ঞানমনস্ক ও পিতৃতন্ত্র বিরোধী। তাঁর সেই বিজ্ঞান মনস্কতাতা ও নারীবাদী চেতনা এই উপন্যাসে এসে মিলে গিয়ে নির্দিষ্ট একটা পরিণতি আনে।

অন্যদিকে শরীর নিয়ে যাবতীয় পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক ট্যাবুকে লেখক ফ্যাসিবাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন 'ব্যক্তিগত ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ নিয়ে একটি উপন্যাস' নামক উপন্যাসে। সেই ট্যাবুগুলো ব্যক্তিগত, কারণ তা শারীরিক। সেই শারীরিক চাওয়া-পাওয়াগুলিকে নেহা নামক চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এই উপন্যাসে লেখক নেহার শরীরের পরিবর্তিত ধাপগুলিকে আমাদের সামনে তুলে এনেছেন। এই উপন্যাস নারীর অস্তিত্বের দিকটিকে পাঠকের সামনে তুলে আনে।

'অতল তলের জলে' উপন্যাসের ভেতর আমরা নানা প্রশ্ন দেখতে পাই। একজন নারী ও পুরুষের আইডেন্টিটি ভিত্তিতে কীভাবে সামাজিক বদল ঘটে। কীভাবে ফার্স্ট জেন্ডার, সেকণ্ড জেন্ডার ও থার্ড জেন্ডারের ভিত্তিতে বদলে যায় জীবনের ভিত্তিভূমি। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নারীবাদের উত্থান বিভিন্ন সময়ে যেভাবে উঠেছে বিভিন্ন ওয়েভের মধ্য দিয়ে, তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতির দাবিতে বিশ্বজনীন আন্দোলন পৃথিবীকে যেভাবে ভাবিয়েছে - সেই ভাবনারই বহিঃপ্রকাশ এই উপন্যাস। আবহমান অখণ্ড মানবতা কীভাবে যুগ যুগ ধরে লিঙ্গভেদে বিভক্ত সেটাও তিনি বলেছেন উপন্যাসে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 181
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই পাঁচটি উপন্যাসের বিষয় ও বৈচিত্র্যের কেন্দ্রে রয়েছে মানুষের শরীর। আরও স্পষ্টকরে বলতে গেলে বলতে হয়, একটি নারীর শরীর। সেই শরীরের ভেতর নারীর নিজের অস্তিত্ব আবিষ্কার ও তার চাওয়া-পাওয়াগুলি প্রধান হয়েছে। দেবেশ রায় নারীবাদকে নিয়ে কখনই কোনো বিদ্রোহী সত্তার কাহিনি লেখেন নি। তিনি নারীকে দেখেছেন একজন মানুষ হিসেবে। নারী নামক সেই মানুষের সামাজিক অবস্থান, আত্ম উপলব্ধি, মনস্তাত্ত্বিক গ্লানিবোধ তাঁর উপন্যাসের সেই বৃত্তকে সম্পূর্ণ করে। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে 'জন্ম' উপন্যাসে নারীর সেই অস্তিত্বকে খুঁজে পাওয়া যায়, যা সমাজ দ্বারা সবচেয়ে বেশি কবলিত। নারীর নিজস্ব মত প্রকাশের স্বাধীনতা যেখানে বিধ্বস্ত, নারীর মনস্তত্ত্ব যেখানে ভগ্নপ্রায় সেখান থেকেই আবিষ্কার করেছে নারী নিজেকে। এই উপন্যাসে কুচির সন্তান বাসনার সেই চাহিদা কোথাও না কোথাও নিজেকে নিয়ে আরও বেশি সচেতন করে তোলে। সে বাঁচতে চায় নিজের শরীরে, নিজের মননে, নিজের অস্তিত্বে। তাই উপন্যাস শেষ হয়ে তার বেদনা ও বিলাপের ভাষা দিয়ে –

> "চোখের জলধারা আর যোনির ভিতরে কত কোটি মৃত ভ্রূণবীজ? কেউ যদি মধ্যরাতে নিজের মৃত বীজের উদিগরক আর মৃত বীজের ভাগাড় মনে করে কাঁদে, অঝোর, সে কান্না থামাবে কোন টেকনোলজি?"[৯]

'জন্ম' সমকালীন দেবেশ রায়ের উপন্যাস : দেবেশ রায় যখন 'জন্ম' লিখছিলেন ততদিনে 'সময় আসময়ের বৃত্তান্ত' প্রকাশ পেয়ে গেছে। তার চারটি প্রতিবেদনধর্মী রচনাও ততদিনে শেষ। তার অনেক আগেই তিনি লিখে ফেলেছেন 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত'। অন্যদিকে 'জন্ম' পরবর্তী উপন্যাসের দিকে তাকালে দেখা যায় 'তিস্তাপুরাণ' এবং 'উচ্ছিন্ন উচ্চারণ'-এর মতো উপন্যাস। এই দুই প্রবল প্রতাপ সম্বলিত সময়ের মধ্যেখানে দাঁড়িয়ে 'জন্ম' উপন্যাসটি সেভাবে দাগ কেটে যেতে পারেনি পাঠকের মনে। এর প্রধান কারণ হল দেবেশ রায়ের আখ্যানের প্রকাশ নিয়ে যে বিবিধতা, সেই বিবিধতা 'জন্ম' উপন্যাসে লক্ষ করা যায় না। অন্যদিকে তিনি শহুরে মধ্যবিত্ত জীবন নিয়েও কিছু উপন্যাস লিখে ফেলেছেন। তাই 'জন্ম' উপন্যাসটিতে নতুন কোনো অনুসন্ধান করা পাঠকের কাছে থাকে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'জন্ম' উপন্যাসটির স্বাতন্ত্র্য একটি মর্যাদা রয়েছে। আর সেই দিকটি লুকিয়ে আছে উপন্যাসটির বিষয়ের গভীরতায়। সেগুলি যথাক্রমে -

১. 'জন্ম' উপন্যাসের বিষয় দেবেশ রায়ের সাহিত্যের দিক থেকে একেবারে নতুন। 'কালীয় দমন' থেকে শুরু করে 'খরার প্রতিবেদন', 'তিস্তাপুরাণ' থেকে শুরু করে 'সাংবিধানিক এজলাস' - কোনো উপন্যাসেই তিনি মনস্তত্ত্বকে সামনে রেখে এভাবে উপন্যাস লেখেননি।

২. 'জন্ম' উপন্যাসের বিষয়ে সন্তানের সাথে নারী মনস্তত্ত্বকে রাখলেও, উপন্যাসটিকে তিনি বাস্তবতা, লৌকিকতা ও আধুনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

৩. এই উপন্যাসটিকে দেবেশ রায় চরিত্রদের দিক থেকে উপস্থাপন করেছেন। অন্যান্য উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর যে স্বভাবিক বর্ণনাধর্মীতা, তা এই উপন্যাসে নেই। ফলে উপন্যাসটি ভিন্ন একটি ধারার মনে হয়। এই কারণে পাঠক উপন্যাসটির মনস্তত্ত্বের দিকে আরও বেশি করে আকর্ষিত হয়।

৪. আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপন্যাস হিসেবেও এই উপন্যাসটি একটি স্বাতন্ত্র্য মর্যাদার দাবি রাখে।

দেবেশ রায়ের উপন্যাসের ধারায় 'জন্ম' উপন্যাসটি একটি নতুন রচনা। এই উপন্যাসের নানাদিক বিচার করলে দেখা যায় উপন্যাসটির বিশেষত্ব লুকিয়ে আছে এর বিষয়ের মধ্যে, মনস্তত্ত্বিক টানাপোড়েনের মধ্যে এবং আধুনিক দাম্পত্যের সামাজিকরণের মধ্যে। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত বিরাজ করে কয়েকটি ভিন্ন বয়ান। নারীর, পুরুষের এবং বিজ্ঞানের। বাংলা সাহিত্য এবং দেবেশ রায়ের নিজস্ব রচনায় এরকম দৃষ্টান্ত খুবই বিরল এই কারণে উপন্যাসটি শেষ পর্যন্ত ব্যতিক্রমী একটি আখ্যান হয়ে ওঠে।

Reference:

১. সরকার, সুনীল কুমার; 'ফ্রয়েড', শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ জুলাই ১৯৫৯, পৃ. ২৬

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 174 - 181
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২. রায়, দেবেশ; 'শরীরের সর্বস্বতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩, মাঘ ১৪১৯, পৃ. ১০
৩. রায়, দেবেশ; 'জন্ম', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৭ মাঘ ১৪০৩, পৃ. ৩৯
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬
৭. রায়, দেবেশ; 'শরীরের সর্বস্বতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩, মাঘ ১৪১৯, পৃ. ১০
৮. রায়, দেবেশ; 'জন্ম', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৭ মাঘ ১৪০৩, পৃ. ৩৮